দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...MAY 23 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৭

292

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও শিক্ষক

কিয়েক দিন আগে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিক্ষক ও সুধীজনেরা মাধ্যমিক শিক্ষার হাল অবস্থাসহ শিক্ষক সমাজের অভাব-অভিযোগের চিত্র তুলিয়া ধরেন। মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি। মাধ্যমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হইলে উচ্চতর শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ সম্ভব নয়। এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষা বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার মান অনেকাংশে শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকরা শিক্ষাদানে দক্ষ হইলে এবং শিক্ষাদানে আন্তরিক হইলেই ছাত্ররা শিক্ষার সুফল পাইতে পারে। ইহাও স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই দিনে দিনে আমাদের শিক্ষার মান নীচে নামিয়া যাইতেছে। পরিণামে পরীক্ষা কেন্দ্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলিয়া আসিতেছে নকলবাজির মহোৎসব। নকল সময়ের ধারায় এখন গণটোকাটুকিতে পরিণত। প্রায় প্রকাশ্যেই চলে নকলবাজি। নকল ধরিতে যাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে মারপিট ও দাঙ্গার খবরও আছে। বলা হয়, ছাত্ররা ভালভাবে লেখাপড়া করিলে, শিক্ষকরা ভালভাবে পড়াইলে ছাত্ররা নকলের পথে পা দিত না। এই কথাও সত্য যে, নকলে অধিক সময় ব্যয় হয়। ভাল ছাত্ররা লিখিয়াই শেষ করিতে পারে না, তাহাদের নকলের অবকাশ কোথায়? যাহারা লেখাপড়া করে নাই; লেখাপড়ায় গাফেল, তাহারাই সাধারণত নকলের পথে পা বাড়ায়। নকল অতীতেও হইত। বৃটিশ বা পাকিস্তানী আমলে নকল যে না হইত, এমন নয়। কিন্তু তখন নকল হইত সীমিত পর্যায়ে, নকলবাজি সকলের নিকটই গর্হিত বিবেচিত হইত। আজকাল নকলবাজির জন্য কেউ শরমিন্দা হয় না। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে সরবে দাবী জানায় ফ্রি নকলের।

এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নমুখী। সামাজিকভাবে শিক্ষার নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য এককভাবে কাহারও উপর দোষ চাপান যায় না। সমাজের অস্থিরতাসহ বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাত ইহার জন্য দায়ী। শিক্ষার সহিত শিক্ষকরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই অনেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিপর্যয়ের জন্য শিক্ষক সমাজের একাংশকে প্রধানত দায়ী করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজও অস্বীকার করিতে পারেন না। অভিযোগ করা হয়, শিক্ষকদের অধিকাংশের নজর বর্তমানে প্রাইভেট টিউশনীর দিকে। স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানে তাঁহারা তেমন আগ্রহী নন। সকাল-সন্ধ্যা-রাতে তাঁহারা প্রাইভেট পড়াইতে ব্যস্ত। অভিযোগ অনেকেই স্কুল-কলেজে আসেন বিশ্রামের তাগিদে। সকলের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ হয়তো সত্য নয়, কিন্তু হালের প্রবণতা যে সেই দিকেই ধাবিত তাহা সম্ভবত কেউ অস্বীকার করিবেন না। ছাত্ররাও এখন প্রায় সকলেই প্রাইভেট পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, তাহার পরও শিক্ষার সার্বিক মানের অবনতি হইয়া চলিয়াছে। প্রাইভেট পড়িয়াও বিপুল সংখ্যক ছাত্র পাস দিতে পারিতেছে না, নকলের দিকে ক্রমশ অধিক মাত্রায় ঝুঁকিতেছে। ইহার কারণ কি?

শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ান সত্য। সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই কমবেশী এই অভিযোগ সঠিক। ইহার কারণস্বরূপ শিক্ষকরা বলেন, তাঁহারা যে বেতন পান, তাহাতে সংসার চলে না। বাঁচার তাগিদেই তাঁহাদের প্রাইভেট পড়াইতে হয়। স্বল্প বেতন প্রসঙ্গে একটি বড় কথা আসিয়া যায়। শিক্ষকদের বেতন কম, শিক্ষক জীবন দারিদ্র্যের অভিশাপ। তাই ভাল ছাত্ররা আর শিক্ষাদানের পেশা গ্রহণ করেন না। শিক্ষা জীবন শেষে ভাল ছাত্ররা অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করেন। স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান ক্রমশ পড়িয়া যাওয়ার ইহাও যে অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা সম্ভবত সকলেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিবেন। ভাল ছাত্ররা, মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন না কেন? কারণ শিক্ষকতা করিয়া সংসার চালান যায় না। তাই শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের শিক্ষকতার পেশায় টানিয়া আনিতে হইবে। মেধাবী ছাত্ররা যাহাতে শুধু সুপিরিয়র সার্ভিসের দিকে না ঝুঁকে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই জন্য শিক্ষকদের বেতনের স্কেলও সেই ধরনের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায় যে, বেতন-ভাতা আশানুরূপ হইলে প্রাইভেট পড়াইবার প্রবণতা হ্রাস পাইবে।

শিক্ষকদের একটা বড় অংশ এখন স্কুল কলেজের গণটোকাটুকির সহিত জড়িত। এই লজ্জা ও পাপ দূর করার উদ্যোগ শিক্ষকদেরই নিতে হইবে। কেননা শিক্ষকরা যদি নকলের সহিত জড়িত থাকেন, তবে এই শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দরকার কি? তাহাদের শিক্ষক হিসাবে সম্মান দেওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। বিষয়টি শিক্ষক সমাজের ভাবিয়া দেখা উচিত।

আগের দিনে সমাজে শিক্ষকদের মূল্য ছিল। সকলেই শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিতেন, সম্মান করিতেন। সেই অবস্থা এখন আর নাই। সমাজে শিক্ষকদের আর তেমন কদর নাই। ইহার কারণও অনেক। সেই পর্যালোচনায় না যাইয়াও বলা যায় যে, আর্থিক সচ্ছলতা আসিলে শিক্ষক জীবনের দুর্গতি অনেকটাই দূর হইবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রশ্নে তবে দেশের বাজেটেও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সর্বশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। মাধ্যমিক ও স্কুল পর্যায়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক নিজেরাই কিছু জানেন না, ছাত্রদের শিখাইবেন কি! তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়। ছাত্রদের ভাল শিখাইতে হইলে, শিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে জরুরী ভিত্তিতে। শিক্ষকদের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা, উচিত। বোর্ড বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুই ভাবেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ শিক্ষার মান বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁহাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আমরা মনে করি শিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি দুইটি বিষয়ে ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে হইবে। এক, নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া, দুই, প্রতি স্কুল ও কলেজ বাধ্যতামূলকভাবে মোটামুটি সমৃদ্ধ মানের পাঠাগারের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হইলে শিক্ষার মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া বিষয়টি চিন্তা করিবেন।

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ সর্বাধিক। তবে শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নেও কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের গেজেটেড পদমর্যাদা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহা স্থগিত হইয়া যায়। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটান আবশ্যক। এই জন্য শিক্ষক সমাজের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা এখন সময়ের দাবী।